যুগোপযোগী শিক্ষা পদ্ধতি

মো. আফছার চৌধুরী ইমন

শিক্ষা মানব জাতিকে মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার একটি পদ্ধতি। হাজার বছরের সভ্যতার ক্রমবিকাশে প্রাপ্ত জ্ঞান প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে স্থানান্তরিত হওয়ার উৎকৃষ্ঠ মাধ্যম হলো শিক্ষা ব্যবস্থা। শিক্ষা ব্যতিত মানব জাতি হয়ত এখনও আদিম মানবই থেকে যেত। বিভিন্ন ভাষী বিভিন্ন জাতি নিজ নিজ ভাষা ও অবস্থান অনুযায়ী শিক্ষাগ্রহন করে থাকে যাতে নিজ রাষ্ট্রের উন্নয়ন সাধনে অংশগ্রহন করতে পারে। উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে উন্নত জাতি। তাই বলা হয় শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং শিল্প বিপবের প্রয়োজনীয়তার সাথে সাথে শিক্ষা ব্যবস্থাও গুণগত ও আধুনিক মান সম্পন্ন হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করা প্রত্যেক উন্নয়ন প্রত্যাশী জাতির জন্য খুবই জরুরি। পৃথিবীর উন্নত জনপদের সাথে তাল মেলাতে প্রত্যেক জাতির যুগোপযোগী শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার ভূমিকা অপরিসীম। আর সেই লক্ষ্যে যুগোপযোগী ও সঠিক শিক্ষা পদ্ধতি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য।

একটি দেশ তথা একটি জাতির এগিয়ে যাওয়ার অগ্রদূত তার শিক্ষা ব্যবস্থা। সময় উপযোগী শিক্ষা পদ্ধতি প্রণয়ন তাই প্রত্যেক জাতির একান্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য। কেমন হবে এই যুগোপযোগী শিক্ষা পদ্ধতি? এ প্রশ্নের উত্তর যে জাতি যত তাড়াতাড়ি খুঁজে বের করতে পারবে তার অগ্রগতি তত তাড়াতাড়িই হবে। এটা সকলের জানা কথা। পৃথিবীর বর্তমান উন্নত দেশ গুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখব কেউই সৃষ্টির সূচনালগ থেকে উন্নত ছিল না। হ্যাঁ ভৌগোলিক অবস্থান কিছু কিছু দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখলেও অনেক দেশের সর্বহারা হয়ে শূন্য হতে উঠে আসার ইতিহাসও পৃথিবীবাসীর অজানা নয়। কেউ সম্পদ না থাকায় পিছিয়ে আর কেউ সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহার করতে না পারার কারণে। মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব। আর মানবসম্পদ উন্নয়নের একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে শিক্ষা। প্রচলিত শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষার মিলিত রূপে শিক্ষা পদ্ধতি প্রণয়ন করে মানবসম্পদ উন্নয়ন করে মানবশক্তিতে রূপান্তর নিশ্চিত করতে হবে। তবেই একটি দেশ তথা জাতি সাফল্যের শিখরে পৌঁছাতে পারবে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে দেখা যায়, এদেশ মানবসম্পদে যথেষ্ট সমৃদ্ধ। কিন্তু সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাবে এদেশের মানবসম্পদ সময়ের বিবর্তনে ধীরে ধীরে অকেজো হয়ে যাচ্ছে। শিক্ষা ব্যবস্থায় সঠিক পরিকল্পনার অভাব, যুগোপযোগী শিক্ষা পদ্ধতির উন্নয়নে বাধা, অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এক শ্রেণির স্বার্থান্বেষী মনোভাব এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে তরুনপ্রজন্ম আজ হুমকির মুখে। তারা নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে দিনদিন অনিশ্চিত হয়ে পরছে। যা তাদের নিজের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণে চিন্তায় ফেলে দিচ্ছে। একসময় যেখানে শৈশব থেকে শিশুদের নিজের লক্ষ্য নির্ধারণে কোন ভীতি ছিল না এখন সেই দেশে একজন উচ্চশিক্ষিত গ্রাজুয়েটও তার জীবনের নির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণে ব্যর্থ। সত্যি! এটাই সত্য।

কেউ হাতের লেখায় দূর্বল তো কেউ পড়ায়। কারো স্মৃতিশক্তি কমজোর তো কারো পেশীশক্তি। কেউ ধৈর্যশীল তো কেউ অস্থির। কেউই সবকাজে স্বয়ংসম্পূর্ণ না। কিন্তু খুঁজে দেখলে পাওয়া যাবে প্রত্যকেই যার যার অবস্থান থেকে কোন না কোন দিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ। অক্ষমতাগুলোকে বার বার আঙ্গুল তুলে না দেখিয়ে সক্ষমতাগুলোকে ধাঁর দিয়ে অদম্য শক্তিতে রূপান্তর করতে হবে। শুধু যুগোপযোগী শিক্ষার পদ্ধতিই নয় পরবর্তী যুগেও যাতে শিক্ষাগুলো বৃথা না যায় তেমন সুপরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন করতে হবে।

দীর্ঘদিন গৃহশিক্ষকতার কারণে অনেক অভিভাবকের সন্তানের শিক্ষা সম্পর্কিত মনোভাব লক্ষ্য করেছি। অনেক মা-বাবাই আসলে জানেন না শিক্ষাগ্রহন করার আসল লক্ষ্য কী। অন্যের ছেলেমেয়ে পড়ছে ভালো রেজাল্ট করছে তাই নিজের সন্তানকেও পড়াতে হবে এটাই হলো তাদের কাছে শিক্ষার ভাবার্থ। আর পরীক্ষা শেষে ভাবখানা এমন যে, এ+, গোল্ডেন এ+ না পেলে জীবনখানি বৃথা। কিন্তু বেশির ভাগ অভিভাবকই প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রীভিত্তিক শিক্ষা সন্তানকে প্রদান করতে পারলেও সামাজিক শিক্ষাদানে ব্যর্থ। প্রযুক্তির ব্যবহার অনিয়ন্ত্রিত হওয়ায় এটা যেন দিনদিন সমাজের বিষফোঁড়ায় রূপ নিচ্ছে। এসব কারণে অল্প বয়সে অনেকের মধ্যে বেপরোয়া মনোভাব দেখা দেয়। যার ফলে তরুন প্রজন্ম না পারছে পারিবারিক অবস্থানের উন্নতি করতে, না পারছে দেশের সার্বিক উন্নয়নে অংশগ্রহন করতে। ডিগ্রীভিত্তিক পড়াশুনায় অভ্যস্ত হয়ে পরায় তারা পারিপার্শ্বিক জ্ঞানার্জনে পিছিয়ে পরছে। আর এর সাথে অপরিকল্পিত ও অনিয়ন্ত্রিত সার্টিফিকেট নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থা যোগ করলে অবস্থাটা কতটা ভয়াবহ হয় তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

প্রাইমারি পর্যায়ে কোন ভাবে পরীক্ষায় পাশ করা নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করতে হবে। কেননা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে এসবের মর্ম শিক্ষার্থী না বুঝলেও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে গিয়ে অতীতের ভুল পদক্ষেপ সমূহ তার সামনে দৃশ্যমান হয়। শুধু পাশ মার্কস, ভাল মার্কস নয় শিক্ষার্থী যাতে সঠিক শিক্ষা পায় তা নিশ্চিত করতে হবে। সমন্বিত শিক্ষা পদ্ধতির প্রয়োগ করতে হবে। যেখানে প্রতি বিষয়ে ১০০ নাম্বারের মধ্যে (লিখিত, মৌখিক, স্মৃতিক্ষমতা, হস্তলিখন) আলাদা মার্কসের ভিত্তিতে পরীক্ষা গ্রহন করতে হবে। পাশ করলো কি করলো না? ওটা না ভেবে কি শিখলো কি শিখলো না? কতটুকু পারে? কতটুকু পারে না তা জানতে হবে এবং তা নিয়েই ভাবতে হবে। যতদিন নির্দিষ্ট আদর্শ ফলাফল না আসে ততদিন নিবিড় পরিচর্যার ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষকতা পেশায় ব্যবসা বন্ধ করে আন্তরিকতার সহিত শিক্ষাদান নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষার্থীদের ছোটবেলা থেকে কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করাতে হবে। এক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে ছোট ছোট কারিগরি কাজের ওয়ার্কশপ করা যেতে পারে যাতে তারাও এতে উৎসাহী হয়। মাতৃভাষার পাশাপাশি অন্য ভাষার দক্ষতা বাড়ানোর লক্ষ্যে ছোটবেলা থেকে অল্প অল্প ইংরেজী ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক ভাষা সমূহের জ্ঞানদান যথারীতি অন্তর্ভুক্ত রাখতে হবে। অন্তত একটি পাঠ্যসূচি বহির্ভূত শিক্ষনীয় বই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যার জন্য কোন পরীক্ষা নেওয়া হবে না। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি যাতে পারিবারিক সামাজিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হয় সেদিকে গুরুত্বের সহিত লক্ষ রাখতে হবে। উন্নত প্রযুক্তির এ বিশ্বে যাতে প্রযুক্তির কুপ্রভাব শিক্ষাজীবনে না পরে তা লক্ষ রাখতে হবে। অসময়ে অতিরিক্ত প্রযুক্তি নির্ভরতা ভবিষ্যৎ এ কাল হতে পারে। তাই শিক্ষার্থীদের প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ন্ত্রন করতে হবে।

মাধ্যমিক পর্যায়ে পাশ করা নির্ভর পড়াশুনা পরিহার করে কারিগরি ও প্রচলিত শিক্ষার সমন্বিত পাঠ্যক্রম প্রণয়ন করতে হবে। শিক্ষা কার্যক্রমে সহায়তার লক্ষ্যে প্রযুক্তিগত সুযোগ-সুবিধা গ্রহন করতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নত কিন্তু শিক্ষার্থীদের জ্ঞানশূণ্যতা কিন্তু খুবই লজ্জাজনক। তাই শিক্ষার্থীদের শিক্ষা শতভাগ সম্পন্ন হলো কি না তা নিশ্চিত করতে হবে। যতদিন তারা নির্দিষ্ট আদর্শ মার্কস লাভ করবে না ততদিন উক্ত শ্রেণিতে শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মার্কস লাভ না করতে পারলে ১ম ও ২য় বার পুনরায় সুযোগ দেওয়া। উপযুক্ত মার্কস পেলেই উচ্চমাধ্যমিকে প্রমোশন দেওয়া নতুবা ২য় বার অকৃতকার্য হলে সেই শিক্ষার্থীকে কারিগরি শিক্ষায় স্থানান্তর করা। কারিগরি শিক্ষায় প্রাপ্ত জ্ঞান যাতে যথাযথভাবে কর্মজীবনে প্রয়োগ করতে পারে এবং দেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে তা নিশ্চিত করা। শিক্ষাজীবনের মাধ্যমিক পর্যায়টি শিক্ষার্থীর বয়ঃসন্ধিক্ষণে হওয়ায় পড়াশুনায় এর প্রভাব লক্ষ করা যায়। এসময়ে অতিরিক্ত পড়ার চাপ জিপিএ এর চিন্তায় অনেকেই অতিষ্ঠ হয়ে লেখাপড়ায় অমনোযোগী হয়ে যায়। আগ্রহ হারিয়ে ফেলে এবং অনেকের নানা ধরণের অস্বাভাবিক উপশম দেখা দেয়। সেক্ষেত্রে মাধ্যমিক পর্যায়ে শুধু গাইড ভিত্তিক সৃজনশীল নয় তারা যাতে নিজ বিবেচনায় লিখতে পারে তেমন সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন করতে হবে। শিক্ষার্থীর পাশাপাশি তাদের অভিভাবকদেরও বিভিন সেমিনারের আয়োজন করে তাদের আমন্ত্রনের মাধ্যমে সচেতন করতে হবে। সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে জিপিএ ভিত্তিক মানের পাশাপাশি মেধা যাচাই পরীক্ষার ভিত্তিতে ভর্তি কার্যক্রম নিশ্চিত করতে হবে। ভর্তি বানিজ্যের নামে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ব্যবসা বন্ধ করতে হবে। তবেই শিক্ষার্থী ও অভিভাবকবৃন্দ জিপিএ এর পাশাপাশি মেধার উপর অগ্রাধিকার দিবে। ডিগ্রির পাশাপাশি অভিভাবকগণ সন্তানের জ্ঞানের পরিধি সমৃদ্ধকরণে আগ্রহী হবেন।

ইদানিং কলেজ সমূহে গেলে দেখা যায়, সদ্য মাধ্যমিকের বদ্ধ পরিবেশ থেকে মুক্তি পেয়ে উচ্চ মাধ্যমিকে পদার্পণ করা শিক্ষার্থীরা স্বাধীনতার নামে ইচ্ছামত চলাফেরা করছে। বাবা-মা সন্তানের ভালোর জন্য উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করাচ্ছেন ঠিকই কিন্তু স্বাধীনতার নামে তাদের অবাধ চলাফেরার স্বীকৃতি দিয়ে নিরবে তাদের শিক্ষাজীবনের ক্ষতি সাধন করে যাচ্ছেন। এসময় তাদের প্রয়োজন সঠিক শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার জানা, নিজের ও দেশের স্বার্থ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা, টিউশন-প্রাইভেট-কোচিংমুখী না হয়ে নিজের দুর্বলতা সমূহ চিহ্নিত করা শিখে তা দূর করার কৌশল আয়ত্ত করা। শুধু একাডেমিক জ্ঞানই নয় সাথে সাথে তাদের একাডেমিক পড়ালেখার বহির্ভূত অন্যান্য সৃজনশীল প্রতিযোগিতা ও বিভিন্ন মোটিভেশনাল কনফারেন্সে অংশগ্রহনের উৎসাহ দান করা। শ্রেণি কার্যক্রমে বিভিন্ন উন্নত প্রযুক্তি সমূহের ব্যবহার হাতে কলমে দেখানো। বর্তমান প্রজন্ম ইন্টারনেটভিত্তিক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপক আগ্রহী। প্রাথমিক অবস্থায় সাধারণ পরিবেশ থেকে বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির পরিবেশে এসে অনেকেই কিছু বুঝে উঠার আগেই ওখানে অনেক ভুল করে বসে। তাই তাদের প্রথম দিকের ক্লাস সমূহে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও ইন্টারনেটের সঠিক ব্যবহার, প্রয়োগ অপপ্রয়োগ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা প্রদান করতে হবে।

উচ্চ শিক্ষায় তাদের পুরো একাডেমিক লাইফের ফলাফল বিবেচনায় যুগোপযোগী বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী বা সমমানের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করা। এক্ষেত্রে অযাচিত বিষয়সমূহ যা কর্মজীবনে প্রত্যক্ষভাবে কোথাও প্রয়োগ করা যাবে না সেসব বিষয় বাদ দেওয়া। আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান বা এসম্পর্কিত কাজ ছাড়া বাকী সরকারি বেসরকারি কাজে নিজ ভাষার ব্যবহার অগ্রাধিকার দেয়া। চাকরীর পাশাপাশি উদ্যোক্তা হতে উৎসাহ দান এবং নানা প্রতিবন্ধকতা দূর করে সময় উপযোগী কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করা। মানসম্মত চিকিৎসক ও প্রকৌশলী নির্মানের পাশাপাশি তাদের কর্মক্ষেত্র সমূহ দুর্নীতিমুক্ত রাখা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাতের শিক্ষা গবেষণায় বৃত্তির ব্যাপক প্রচলন করা। বিদেশে উচ্চশিক্ষায় নিরুৎসাহ করে দেশীয় শিক্ষায় বিদেশি মান আনা। সর্বোপরি সার্বিকভাবে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করে উন্নত যুগোপযোগী শিক্ষা পদ্ধতির প্রণয়নের মাধ্যমে মানবসম্পদকে মানবশক্তিতে রূপান্তর করা।

চীনে একজন নাগরিকের ভাষাজ্ঞান অর্জন করতে করতেই শৈশব প্রায় শেষ হয়ে যায় যেখানে আমাদের দেশের শিশুরা অনেকেই ৪ বছর বয়সে স্কুলে যায়। চীনারা কিন্তু শিক্ষাজীবনের এই বিলম্বের কারণে পেশাজীবনে পিছিয়ে নেই কারণ তারা তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষা পদ্ধতির এতই উন্নয়ন সাধন করেছে যে সেই শৈশবের শূণ্যস্থান তারা কৈশোর এবং যৌবনের শিক্ষা কার্যক্রমে পুষিয়ে দেয়। তারা তাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে। যার ফলে সারা বিশ্বে তাদের দেশীয় প্রযুক্তির ব্যবহার ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। জনসংখ্যায় তারা শীর্ষদেশ কিন্তু এভাবেই তারা তাদের মানবসম্পদকে মানবশক্তিতে রূপান্তর করতে সক্ষম হচ্ছে।

আমাদের উচিত তাদের মত উন্নত দেশসমূহের কাছ থেকে উদাহারণ গ্রহন করে হলেও একটি উন্নত ও যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করা। যাতে দেশ উন্নত হয়, জাতি উন্নত হয়।

বাংলাদেশের মত দ্রুত জনসংখ্যা বর্ধনশীল ও উন্নয়নশীল দেশের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে মানবসম্পদকে মানবশক্তিতে রূপান্তর করার বিকল্প কোন ব্যবস্থা নেই। সেই লক্ষ্যে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিচক্ষণ বিচারে- তথ্য ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান প্রয়োগ করে কারিগরি ও প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে যুগোপযোগী সঠিক শিক্ষা পদ্ধতি প্রণয়নের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। এটাই সর্বোত্তম যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা এবং আমরা সাফল্য থেকে আর খুব বেশি দূরে নই। আশা করি খুব শীঘ্রই এ উদ্যোগ কার্যকরীভাবে কার্যকর হবে এবং আমাদের চিরচেনা সবুজ শ্যামল এ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ একদিন উন্নত বিশ্বের একটি ক্ষমতাধর উন্নত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হবে। ■

EDGE EDUCATION